উবুন্তু টিপস এন্ড হ্যাকসঃ

১ ।রাইট ক্লিক করে কোন ছবিকে উবুন্তুতে ওয়ালপেপার বানানঃ সাধারণত উবুন্তুতে উইন্ডোজ এর মত ছবিকে এক ক্লিকে ওয়ালপেপার বানানোর অপশন থাকে না ।আপনি এইটা এনাবল করে নিতে পারেন ।প্রথমে সাইনাপ্টিকে যান । সেখান থেকে "**nautilus-wallpaper**" সার্চ করুন ।এরপর প্যাকেজটা ইন্সটল করলেই হয়ে গেল ।এবার লগ আউট করে আবার লগ ইন করুন ।এবার কোন ছবির পাশে রাইট ক্লিক করলেই নতুন একটি অপশন আসবে ।

২ ।আপনার সর্বশেষ টাইপকৃত কমান্ডগুলো দেখুন এবং পুনরায় ব্যবহার করুনঃ আপনি কমান্ড প্রম্পটে কি কি কমান্ড ইউজ করেছেন তা জানতে হলে টাইপ করুন "**History**" ।এর ফলে আপনার হোম ফোল্ডারে একটা নতুন হিডেন ফাইল তৈরী হবে যার নাম হল "**.bash_history**" যেখানে ১০০০ কমান্ড লিখা থাকবে ।আপনি কমান্ড লাইন থেকে "**less**" ব্যবহার করে একটা পাইপিং করে দিতে পারেন এই কমান্ড দ্বারাঃ "**history|less**" এখন লিস্ট থেকে কোন কমান্ড পুণরায় ব্যবহার করতে চাইলে আপনি একটা "**!**" এর পর কাঙ্খিত কমান্ড নাম্বারটা টাইপ করলেই চল্বে ।যেমন ৫৯১ নাম্বার কমান্ড চাইলে লিখুন "**!591**" ।

৩ ।টটেম ও রিদমবক্স এ ভিজুয়ালাইজেশন যোগ করুনঃ আপনি যদি টটেম বা রিদমবক্স এ আকর্ষণীয় ভিজুয়ালাইজেশন যোগ করতে চান তাহলে সাইন্যাপ্টিক থেকে "**libvisual-0.4-plugins package**" ইন্সটল করে নিন ।এবার টটেম এ এডিট—প্রেফারেন্স এ যান । ।এবার ডিসপ্লে ট্যাব এ যান ।এখন "**Type of visualization**" থেকে নিজের পছন্দেরটি নির্বাচন করুন । রিদমবক্স এর জন্য ভিউ—ভিজুয়ালাইজেশন এ যান এবং পছন্দেরটি নির্বাচন করুন ।

৪ ।এক ক্লিক এ মনিটরের রেজুলেশন চেঞ্জ করুনঃ ধরুন আপনার একটি ল্যাপটপ আছে যা দিয়ে আপনি নিয়মিত প্রেজেন্টেশন করেন ।তাহলে আপনাকে বারবার রেজুলেশন বদলাতে হবে ।উবুন্তুতে উইন্ডোজ এর মত এই কাজটা সহজে করা যাবে যদি আপনি একটু কাজ করেন ।সাইন্যাপ্টিক থেকে " **resapplet**" ইন্সটল করেন । এইবার এইটাকে ডিফল্ট স্টার্ট করার জন্য "**System ! Preferences ! Sessions**" এ যান । এবার "**Startup Program**" থেকে "**Add**" এ ক্লিক করুন । কমান্ড ফিল্ড এ লিখুন "**resapplet**" ।লগ আউট করে আবার লগ ইন করুন ।এইবার দেখুন

নেটওয়ার্ক ম্যানেজারের পাশে একটি নতুন আইকন এসেছে।ব্যস ,ওইখানে ক্লিক করে আপনার পছন্দের রেজুলেশন বেছে নিন।

৫ ।কম্পিউটারের শক্তির ব্যবহারের দিকে নজর রাখুনঃ "**gnome-power-statistics**" চালু করুন।এতে আপনি আপনার মেশিন বুট আপ হওয়া থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আপনার কম্পিউটারের শক্তিক্ষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন(যদি আপনার হার্ডওয়্যার এইটা সমর্থন করে) ।এইবার একটি প্রোগ্রাম চালিয়ে দেখুন এইটা কেমন শক্তি ক্ষয় করে।

৬ ।কার্সর ব্লিঙ্কিং থামানঃ অনেকের কাছেই কার্সর এর ব্লিঙ্কিং একটি বিরক্তিকর বিষয় ।এইটা থামানোর জন্য "**gconf-editor**" ওপেন করুন এবং "**/desktop/gnome/interface**" এ যান। এইবার "**cursor_blink**" থেকে টিক উঠিয়ে দিন। এখন শুধুমাত্র ইভোলুশন ছাড়া আর সবাই বিঙ্কিং এড়িয়ে চলবে।

৭ ।আপনার উবুন্তুর বুটচার্ট দেখুনঃ আপনার সিস্টেমের বুটচার্ট দেখতে হলে প্রথমে "**bootchart**" প্যাকেজটি ইনস্টল করুন ।এইবার "**/var/log/bootchart/directory**" তে যান। আপনি যদি কমান্ড লাইন ব্যবহার করতে চান তাহলে ডাইরেক্টরির আগে "**eog**" লিখতে হবে। নটিলাস ইউজ করলে ডাবল ক্লিক করলেই হল ।তবে ব্যবহার করার পরে এই জিনিষ রিমুভ করে ফেলাই ভাল ।এইটা সিস্টেমের উপর প্রভাব ফেলে।

৮ ।কমান্ড লাইন এর মাধ্যমে ইমেজ রিসাইজ করুনঃ কমান্ড লাইনের মাধ্যমে ইমেজ রিসাইজ করতে হলে প্রথমে "**imagemagick**" নামের প্যাকেজটি ইনস্টল করুন ।এইবার এই ভাবে কমান্ড দিনঃ

"**$ convert -resize 50% filename.bmp filename_small.bmp**"

এর ফলে **filename.bmp** ফাইলটি ৫০% সংকুচিত হবে। বড় করতে হলে কমান্ড হবে নিম্নরুপঃ

"**$ convert -resize 200% filename.bmp filename_larger.bmp**"

ব্যাস হয়ে গেল।

৯।ছবির বিস্তারিত তথ্য দেখুনঃ আপনি যদি কোন ছবির বিস্তারিত তথ্য দেখতে চান তা হলে "**exif**" ইনস্টল করুন। এইবার কমান্ড লাইন এ যেয়ে টাইপ করুন, "**exif photo.jpg**" যেখানে "**photo.jpg**" হল ছবির নাম। এখন আপনি সব বিস্তারিত তথ্য দেখতে পাবেন।

১০।আপনি লিখবেন উবুন্তু উচ্চারন করবেঃ উবুন্তুতে বিল্ট ইন ভয়েস সিন্থেসাইজার আছে।আপনি কমান্ড লাইন এ গিয়ে যদি লিখেন "**espeak "Ubuntu Kung Fu"**" তাহলে কমান্ড লাইন এই লাইনটাই আপনাকে পরে শুনাবে। আপনি " **espeak**" এর পর "**-s**" দিয়ে পিচ ঠিক করতে পারেন। পিচ সাধারণত দীর্ঘ বাক্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা দরকার।

১১।খুব দ্রুত সার্চঃ আপনি উবুন্তুতে খুব দ্রুত কোন কিছু সার্চ করতে পারেন।শুধুমাত্র যখন উইন্ডোটা ওপেন থাকবে তখন আপনি কিছু লিখলেই দেখবেন নিচে কোনার দিকে একটা বক্স এ ঐ লেখাগুলা দেখা যাচ্ছে।তকন আপনি সহজেই ফাইলটি খুঁজে পেতে পারবেন।

১২।ওয়েবক্যাম সক্রিয় করুনঃ আপনি উবুন্তুতেও আপনার ওয়েবক্যাম ব্যবহার করে ছবি তুলতে পারবেন।এর জন্য আপনাকে প্রথমে "**cheese**" প্যাকেজটি ইনস্টল করে নিতে হবে। এইবার আপনি এই সফট টি রান করালেই ছবি তুলতে পারবেন।এর ব্যবহার খুব ই সহজ।যে কোন নবীশ ও এক বার দেখলেই এর ব্যবহার বুঝতে পারবে।

১৩।রার ফাইল নিয়ে কাজ করাঃ উবুন্তুতে জিপ ফাইল এর সাপোর্ট থাকলেও রার এর নাই।রার এর সাপোর্ট ইনস্টল করার জন্য আপনাকে "**unrar**" প্যাকেজটি ইনস্টল করে নিতে হবে।এইবার ফাইল রোলার রার ফাইল সংক্রান্ত সব কাজই করতে পারবে।

১৪।ভার্চুয়াল কনসোল এ উবুন্তু বিষয়ক বিরক্তিকর লেখা বন্ধ করুনঃ আপনি যদি "**Alt+F2**" চেপে ভার্চুয়াল কনসোল এ যান তাহলে বারবার উবুন্তু একটি ফ্রি প্রজেক্ট এই লেখা দেখতে পাবেন।এইটা হাস্যকর কারণ এই কথা কেউ ভুলে যেতে

পারে না ।তো আপনি যদি এইটা বন্ধ করতে চান তাহলে প্রথমে ব্যাশ এ লিখুন, "**$ sudo rm /etc/motd**" এরপর লিখুন "**$ sudo touch /etc/motd**" ব্যাস হয়ে গেল ।আপনি "**motd**" ফাইলটা টেক্সট এডিটর এ ওপেন করে নিজের পছন্দের কিছুও লিখতে পারেন। সেক্ষেত্রে টাইপ করুন "**gksu gedit /etc/motd**" এরপর নিজের পছন্দ মত কিছু লিখুন।

১৫ ।উবি দিয়ে ইনস্টল করা উবুন্তু দ্রুত বুট করাঃ উবি দিয়ে উবুন্তু ইনস্টল করলে হার্ড ড্রাইভকে ডিফ্রাগমেন্ট করে নিতে হবে ।আর না করে থাকলে ইনস্টল করার পরেও করা যায় ।কিন্তু একবার ডিফ্র্যাগমেন্ট করা মাস্ট ।

১৬ ।আপডেট দ্রুত করুনঃ আপনি যদি দেখেন যে আপনার উবুন্তু ধীরে আপডেট হচ্ছে বা স্পিড ভালো কিন্তু আপডেট করতে দেরী হচ্ছে তাহলে বাংলাদেশের সার্ভার ইউজ করতে পারেন মেইন সার্ভার এর পরিবর্তে ।ভয় নাই কারণ যেই সার্ভারই হক না কেন উবুন্তুর প্রত্যক্ষ তত্বাবধান থাকে প্রতিটি সার্ভার এ ।তাই কোন ফ্রু এর ভয় নাই ।সার্ভার পরিবর্তন করার জন্য "**System → Adminis-**
tration → Software Sources" এ যান। "**Download From**" এ ক্লিক করে "**Other**" এ ক্লিক করুন। এইবার লিস্ট থেকে "**Server from Bangladesh**" সিলেক্ট করে রিফ্রেশ করুন।

১৭ ।কোন কারণে উইন্ডোজ এর পার্টিশন লিনাক্স এ দেখা না গেলেঃ যদি কোণ কারনে আপনি উইন্ডোজ এর পার্টিশন লিনাক্স এ না দেখতে পান তবে উইন্ডোজ এর ভিতরে গিয়ে ঐ পার্টিশনে যান ডস ব্যবহার করে ।এরপর "**chkdsk**" কমান্ডটা দিন ।এইবার লিনাক্স এ গিয়ে দেখ্যন কাজ হয়েছে কি না।

১৮ ।অটো টাইম সিঙ্ক্রোনাইজেশনঃ আপনি যদি কোন কারণে দেখেন যে আপনার কম্পিউটার এর সময় অস্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি টাইম সিঙ্ক্রোনাইজেশন এনাবল করে দিতে পারেন ।এতে আর এই ঝামেলা থাকবে না ।এটি করার জন্য "**ntp**" প্যাকেজটি ইনস্টল করতে হবে ।এরপর যদি টাইম জোন ঠিক করা না থাকে তাহলে তা ঠিক করে দিতে হবে।

১৯ ।বেশি তথ্য রাইট করুনঃ আপনি যদি সিডিতে অতিরিক্ত তথ্য রাইট করতে চান তা হলে "**gconf-editor**" থেকে যান "**/apps/nautilus-cd-burner**" এ ।এবার ডান দিক থেকে "**overburn**" এ টিক দিন ।তবে এইটা না করাই ভালো কারন অনেক মেশিনেই সিডি নাও নিতে পারে ।

২০ ।সহজে কোন প্রোগ্রাম চালান উবুন্তুতেঃ উবুন্তুতে সহজে কোন প্রোগ্রাম চালানোর জন্য "**alt+f2**" চাপুন ।এইবার প্রোগ্রাম এর নাম লিখলেই হল ।ইনস্টল করা থাকলে নাম লেখার সাথে সাথে সাজেশন আসতে থাকবে । আপনি প্রোগ্রাম এর নাম লিখে এন্টার করলেই প্রোগ্রাম চালু হবে ।

২১ ।কমান্ড লাইন থেকে ট্র্যাশ এ ফাইল রিমুভঃ "**rm**" দিয়ে যে রিমুভ করা হয় সেই রিমুভ এ ফাইল চিরতরে রিমুভ হয়ে যায় ।আপনি যদি ফাইলকে **trash** এ নিয়ে যেতে চান তাহলে আপনি কাস্টম কমান্ড তৈরী করতে পারেন এইভাবেঃ
ক)টার্মিনালে গিয়ে লিখুন "**gedit ~/.bashrc**"
খ)ফাইলটির নিচে এই লাইনটি লিখুন "**alias trash="mv -t ~/.local/share/Trash/files –backup=t"**"

এইবার ব্যাশ এ গিয়ে "**trash filename.odt**" লিখলে **filename.odt** ফাইলটি ট্র্যাশ এ চলে যাবে ।

২২ ।ফায়ারওয়ালঃ আপনি আপনার উবুন্তুতেও ফায়ারওয়াল ইউজ করতে পারেন । এজন্য "**firestarter**" প্যাকেজটি ইনস্টল করা দরকার ।এইটা ইনস্টল করে আপনার নেট এর ধরন দিয়ে দিলেই এইটি অটো কনফিগার করে নিবে ।আসলে ফায়ারওয়াল নিয়ে মোটা মোটা বই লিখা যায় ।কিন্তু আমি যেহেতু সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলছি না তাই এইটুকুই যথেষ্ট ।

২৩ ।উইন্ডোজ এর পার্টিশন উবুন্তু দিয়ে চেক করুনঃ আপনি উইন্ডোজ এর কোন পার্টিশন উবুন্তু থেকেও চেক করতে পারেন ।এর জন্য "**ntfsprogs**" ইনস্টল করতে হবে ।এইবার কমান্ড লাইন এ গিয়ে লিখুন "**sudo ntfsfix /dev/sda1**" যদি আপনার পার্টিশন হয় "**/dev/sda1**" ।ডুয়াল বুট কম্পিউটারে এইটাই থাকে উইন্ডোজ এর পার্টিশন ।

২৪ ।ট্র্যাশ এম্পটি করাঃ কখনো কখনো ট্র্যাশ এম্পটি করা যায় না ।কারন ওখানকার ফাইলটি হয়তো রুট এর অধীন অথবা পারমিশন এরর আছে ।তখন ব্যাশ এ নিচের কমান্ড প্রয়োগ করুন ।
"**$ sudo rm -rf ~/.local/share/Trash/{files,info}/**"

২৫ ।ভার্চুয়াল কনসোল এর কমান্ড আউটপুট বের করুনঃ আপনি যদি ভার্চুয়াল কনসোল এ কোন কাজ করতে করতে ঐ কাজের আউটপুট চান তাহলে টাইপ করুন "**ls > output.txt 2>&1**" এটি " **output.txt**" নামে একটি ফাইল এ যাবতীয় কমান্ড এর প্রিন্ট দিবে ।এখন আপনি যদি যে লাইন এ কমান্ড লিখছেন তাও চান তাহলে লিখুন "**sudo screendump > output.txt**" এতে আপনার কাঙ্খিত ফল পাবেন ।

২৬ ।ভার্চুয়াল কনসোল থেকে জিইউআই কে কিল করুনঃ ভার্চুয়াল কনসোল থেকে **GUI** কে টার্মিনেট করতে টাইপ করুন "**sudo killall gdm**" আবার রিকোভারির জন্য টাইপ করুন "**sudo gdm**" ।এখানে বলে রাখা দরকার যে **GDM** ডেস্কটপ কে ওন করে রাখে ।

২৭ ।ক্যাল্কুলেটর কে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত দেখানোর নির্দেশ দেয়াঃ ক্যাল্কুলেটর দিয়ে যদি আপনি শুধু টাকা পয়সার হিসাব করেন তাহলে আপনার দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত দেখার দরকার প্রায়ই পড়ে ।এইক্ষেত্রে আপনি "**gconf-editor**" দিয়ে "**/apps/gcalctool**" খুলুন । এবার "**accuracy**" তে ক্লিক করে ঐটাকে পরিবর্তন করে ২ করুন ।এইবার ক্যালকুলেটর খুলে দেখেন ।

২৮ ।কমান্ডলাইন এর মজাঃ আপনি কোন ফাইল এর বিশাল পাথ না মনে রেখে সেটাকে সহজে ড্রাগ এন্ড ড্রপ করলে কনসোল খুব সহজেই ফাইলটির আসল পাথ বের করে আনবে ।

২৯ ।খুব দ্রুত গতির কমান্ড প্রম্পটঃ খুব দ্রুত গতির কমান্ড প্রম্পট এর জন্য আপনি "**xterm**" ব্যবহার করতে পারেন । এই জন্য আপনাকে "**alt+f2**" চেপে লিখতে হবে "**xterm**", আর আপনি যদি লাঞ্চার বানাতে চান তাহলে নেম ও

কমান্ড উভয়ই হবে "**xterm**" যদি স্ক্রল যোগ করতে চান তাহলে কমান্ড এ "**xterm -sb -rightbar**" লিখুন। সবক্ষেত্রেই কমেন্ট ফিল্ড ফাঁকা রাখতে পারেন।

৩০।প্রোগ্রাম কম্পাইলেশন এর সব টুল একত্রেঃ কখনও কখনও প্রোগ্রাম কম্পাইল না করে কোন উপায় থাকে না।এই সব ক্ষেত্রে আপনার আগেই উচিত হবে কিছু প্রাথমিক কম্পাইল লাইব্রেরি ইনস্টল করে নেয়া। আপনি কমান্ড থেকে "**build-essential**" প্যাকেজটি ইনস্টল করে নিতে পারেন।এখানে বেশ কিছু কাজের টুল দেয়া আছে।

৩১।কমান্ড লাইন থেকে প্রিন্ট করুনঃ আপনি সাধারন কাজের জন্য কমান্ড লাইন থেকেই প্রিন্ট করতে পারেন।উবুন্তুতে এই কাজ করতে হলে আপনাকে প্রথমে আপনার প্রিন্টারকে ডিফল্ট হিসাবে সিলেচত করতে হবে।এজন্য "**System → Preferences → Default Printer**" এ গিয়ে আপনার প্রিন্টারকে সিলেক্ট করে "**Set Default**" এ ক্লিক করতে হবে।এইবার কমান্ড লাইন এ "**lp /etc/fstab**" করলে "**/etc/fstab**" ফাইল্টি প্রিন্ট হবে।এখানে আপনি পেজ মার্জিন ও ঠিক করতে পারেন "**-o page-top=**" কমান্ড এর মাধ্যমে।এই কমান্ড এর মাধ্যমে ঐ একই ফাইল উপরে ১ ইঞ্চি মার্জিন সহ প্রিন্ট হবে "**lp -o page-top=72 /etc/fstab**"

৩২।আপনার উবুন্তুর ভার্সন এবং কোডনেম জানুনঃ কারো উবুন্তু হেভিলী কাস্টমাইজ করা হলে হয়তো আপনি আর নাও বুঝতে পারেন এইটা কোন ভার্সন।এক্ষেত্রে কমান্ড লাইন এ গিয়ে টাইপ করুন "**cat /etc/lsb-release**"।এতে আপনি দেখতে পারবেন কারেন্ট ভার্সন এবং কোডনেম।

৩৩।ওয়েবক্যাম সমস্যা সমাধান করুন উবুন্তুতেঃ আপনার ওয়েবক্যাম যদি কাজ না করে তাহলে ব্যাশ এ গিয়ে লিখুন "**gstreamer-properties**"।এইবার "**Video**" ত্যাব এ ক্লিক করুন।এবার "**Test**" বাটন এ ক্লিক করুন।এইটি "**Default Input**" এর আওতায় আছে।এইবার যদি ওয়েবক্যাম কাজ না করে তাহলে "**Video for Linux (v4l)**" অপশনটি "**Plugin**" ড্রপডাউন মেনু থেকে সিলেক্ট করুন।এইবারও যদি কাজ না হয় তাহলে আপনার ওয়েবক্যামটি লিনাক্স সাপোর্টেড নয়।এখন কাজ হলে আপনার সব ওয়েবক্যাম ভিত্তিক প্রোগ্রাম ঠিকভাবে ভিডিও দেখাতে পারবে।

৩৪ ।সব ধরনের কোডেক ইনস্টল করুনঃ আপনার প্রয়োজনীয় সব কোডেক ইনস্টল করতে সাইন্যাপ্টিক এ গিয়ে "**gstreamer**" লিখুন। এইবার এই গুলার পাশে টিক দিন
"**GStreamer extra plugins**
GStreamer ffmpeg video plugin
Ubuntu restricted extras
GStreamer plugins for mms, wavpack, quicktime, musepack
GStreamer plugins for aac, xvid, mpeg2, faad
GStreamer fluendo MPEG2 demuxing plugin"
বেশ কিছু সময় লাগবে ।কিন্তু আপনার আর কোন ঝামেলা হবে না প্লে করতে।

৩৫ ।ডিভিডি দেখুন টোটেম এঃ আপনি যদি টোটেম এ মুভি দেখতে চান তাহলে নিচের কমান্ডটি প্রয়োগ করুন ব্যাশ এ গিয়ে "**sudo /usr/share/doc/libdvdread3/install-css.sh**" ।এরপর থেকে আর কোন সমস্যা হবে না আশা করি।

৩৬ ।এক ক্লিক এই টার্মিনাল রান করুনঃ আপনি যদি টার্মিনাল পোকা হন তাহলে এক ক্লিকেই টার্মিনাল রান করাতে পারেন ।এর জন্য "**System → Preferences→ Keyboard Shortcuts**" এ গিয়ে "**Desktop**" শিরোনামে "**Run a Terminal**" এ লক্ষ্য করুন। এর পাশে থাকা "**Disabled**" বাটন এ ক্লিক করুন এবং "**Ctrl + Alt + t**" চাপুন ।ব্যস এর পর থেকে এই হটকী দিয়েই টার্মিনাল ওপেন হবে।

৩৭ ।হেহ হেহঃ অনেক তো হল ।এইবার একটুমজা করা যাক। ব্যাশ এ " **apt-get moo**" দিন এরপর "**apt-get -v moo**" দিন ।এইবার "**-v**" বাড়াতে থাকেন ।দেখেন কি মজা হয় ।হেহ হেহ**!!!!!!!!!!**

৩৮ ।ফায়ারফক্স এর অতিরিক্ত সুবিধা সম্পর্কেঃ আপনি আপনার ফায়ারফক্স এর ঠিকানা খোঁজার মেনুতে টাইপ করুন "**about:plugins**" এইবার প্লাগইন এর একটি লিস্ট পাবেন ।কোন কোন প্লাগ ইন ইনস্টল করা আছে জানতে হলে " **Edit → Preferences**" এ গিয়ে "**Manage Add-ons**" এ ক্লিক করুন।

৩৯ ।এক ক্লিক এই নেটওয়ার্ক কানেকশন বন্ধ করুনঃ কখনও যদি একটি ভুল মেইল পাঠিয়ে থাকেন তাহলে হয়তো আপনি জানেন নেটওয়ার্ক কানেকশন কিল করা কত দরকার ।এই জন্য উবুন্তুতে "**NetworkManager**" আইকন এ ক্লিক করে "**Enable Net-working**" বাটন থেকে টিক উঠিয়ে দিন ।আবার কানেক্ট করতে চাইলে টিক দিন ।

৪০ ।কারও একাউন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ করাঃ কারো একাউন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ করতে চাইলে আপনি কমান্ড লাইন এ টাইপ করুন "**sudo passwd -l username**" যেখানে ইউজারনেম আপনার কাঙ্খিত লগিন নাম । আবার এনাবল করার জন্য টাইপ করুন "**sudo password -u username**" ।

৪১ ।কমান্ড প্রম্পট থেকেই ভলিউম কন্ট্রোলঃ কমান্ড প্রম্পট থেকেই ভলিউম কন্ট্রোল করতে হলে আপনি কমান্ড লাইন এ লিখুন "**alsamixer**" । কাজ হয়ে গেলে "**esc**" চাপতে হবে ।

৪২ ।ভুল পাসওয়ার্ড এর জন্য ডিলে কমানঃ উবুন্তুতে কোন পাসওয়ার্ড ভুল হলে ২ সেকেন্ড এর একটি বিরতি কাজ করে ।এই বিরতি থেকে বাঁচার জন্য টাইপ করুন "**gksu gedit /etc/pam.d/common-auth**" এরপর "**auth requisite pam_unix.so nullok_secure**" লাইনটি খুঁজে বের করুন । শেষে এই শব্দটি লাগান "**nodelay**" । এইবার লাইনটি হবে এই রকম "**auth requisite pam_unix.sonullok_secure nodelay**" ।ফাইলটি সেভ করে কম্পিউটার রিবুট করুন ।

৪৩ ।আইকন বড় করুনঃ আপনি আপনার উবুন্তু ডেস্কটপ এর আইকন বড় করতে পারেন কোন আইকন এ রাইট ক্লিক

করুন এবং "**Stretch Icon**" এ ক্লিক করে টেনে টুনে বড় করুন আপনার সুবিধামত সাইজ এ।

৪৪।ওপেনসোলারিস এর কার্ণেল এ চালান লিনাক্সঃ ওপেনসোলারিস একটি রোবাস্ট ওএস।আপনি আপনার উবুন্তুকে ওপেনসোলারিস এর কার্ণেল এ চালাতে পারেন।কিন্তু কাজটি অতিশয় জটিল বলে না করার পরামর্শ দিলাম। আপনি "**http://www.nexenta.org**" থেকে বিস্তারিত জানতে পারবেন।তবে আপনি যদি সত্যি এই কাজটি করেন তাহলে পুরষ্কার ভালোই পাবেন এইটা নিশ্চিত।

৪৫।ফাইল বা ফোল্ডার লুকিয়ে রাখুনঃ কোন ফাইল এর নাম রিনেম করে তার আগে একটি ডট লাগালেই ঐ ফাইল হিডেন হয়ে জাবে।আপনি আপনার ব্যাক্তিগত ফাইলকে এই ভাবে খুব সহজেই হিডেন করে রাখতে পারেন।

৪৬।রুট ক্ষমতা পানঃ কখনো কখনো রুট পাওয়ার দরকার হয়।এইরকম ক্ষেত্রে আপনি কমান্ড লাইন এ লিখতে পারেন "**sudo su**" তাহলে আপনি রুট পাওয়ার পাবেন।কিন্তু মনে রাখবেন এইটা কখনোই নিরাপদ না।তাই এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

৪৭।কমান্ড লাইন থেকেই স্ক্রিনসেভার চালু করুনঃ কমান্ড লাইন থেকেই স্ক্রিনসেভার চালু করার জন্য কমান্ড এ গিয়ে লিখুন "**gnome-screensaver-command -a**"।এতে আপনার পাসওয়ার্ড সেট করা থাকলে কখনও অল্প সময়ের জন্য চলে গেলে আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

৪৮।নটিলাস এর ভিউ উইন্ডোজ ৯৫ এর মত করুনঃ আমি জানি না কেউ আছে নাকি কিন্তু কেউ তো থাকতেও পারে এই দুনিয়ায় যে উইন্ডোজ ৯৫ পছন্দ করে।আপনি যদি নটিলাসকে উইন্ডোজ ৯৫ এর মত করতে চান তা হলে " **Edit** → **Preferences**" এ যান।এবার "**View**" "**Use Compact Layout**" এ টিক দিন।

৪৯ ।কমান্ড লাইন এ ছবি দেখুনঃ কমান্ড লাইন থেকে ছবি দেখতে চাইলে লিখুন "**eog** fi**lename**" যেমন "**eog holiday.jpg**" লিখলে " **holiday.jpg**" ফাইলটি ওপেন হবে ।"**eog -f** fi**lename**" লিখলে একই ফাইল ফুলস্ক্রীন এ ওপেন হবে ।

৫০ ।টাইটেলবার এ ক্লিক না করে কোন উইন্ডো মুভ করুনঃ কোন আনম্যাক্সিমাইযড উইন্ডোকে মুভ করাতে চাইলে "**Alt**" চেপে ধরে উইন্ডোকে ড্র্যাগ করুন ।তাহলেই উইন্ডোটি মুভ করবে ।

৫১ ।**Caps Lock** বন্ধ করুনঃ "Caps Lock" বন্ধ করতে চাইলে কমান্ড লাইন এ যান এবং লিখুন "**xmodmap -e"clear Lock"**" ।এইবার দেখুন কী টা আর কাজ করবে না ।এইটা পার্মানেন্ট না করাই ভালো ।তাই আমি পার্মানেন্ট করার উপায় বলছি না । সিস্টেম রিস্টার্ট করলেই আবার কী গুলো আগের মত কাজ করবে ।

৫২ ।ফ্লপি ফরম্যাট করুনঃ এখনও ফ্লপি ইউজ করেন**???**ঠিক আছে ।করতেই পারেন ।উবুন্তুতে ফ্লপি ফরম্যাট করতে চাইলে "**Alt + F2**" চেপে লিখুন "**g**fl**oppy**" ।এইবার আপনি যদি নিজেই না বুঝতে পারেন কি করতে হবে তাহলে কম্পিউটার শিক্ষা কোর্স এ ভর্তি হন ।

৫৩ ।সিনট্যাক্স হাইলাইট করুনঃ আপনি যদি জিএডিট এ সিনট্যাক্স হাইলাইট করতে চান তাহলে জিএডিট খুলে "**Edit** → **Preferences**" থেকে "**Highlight Matching Bracket**" এ ক্লিক করুন । সাধারনত কোন ফাইল সেভ করার পর থেকে হাইলাইট হয়ে থাকে ।এই অপশন চালু করলে এখন থেকে সবসময়ই হাইলাইট হবে ।

৫৪ ।দ্রুত কোন লোকেশন ব্রাউজ করুনঃ যদি আপনি বেশ অলস হন তাহলে ফাইল ব্রাউজ করার জন্য "/" টাইপ করে লোকেশন লিখুন ।হয়ে গেল ।

৫৫ ।উবুন্তুর বিরক্তিকর বিপ বন্ধ করুনঃ উবুন্তুর বিরক্তিকর বিপ বন্ধ করতে চাইলে "**System → Preferences → Sound**" থেকে "**System Beep tab**" এ ক্লিক করুন ।এখান থেকে "**Enable System Beep**" তুলে দিন ।

৫৬ ।ব্যাকগ্রাউন্ড এ উবুন্তু আপগ্রেড করুনঃ ব্যাকগ্রাউন্ড এ উবুন্তু আপগ্রেড করার জন্য "**Software Sources (System → Administration)**" এ যান ।এইবার "**Updates**"ট্যাব এ ক্লিক করে "**Automatic Updates**" শিরনামে "**Install Security Updates without Confirmation**"নির্বাচন করুন ।

৫৭ ।অসাধারন কিছু ওপেন সোর্স ফন্টঃ আমি ধরে নিচ্ছি আপনি উবুন্তু প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানেন ।তাহলে "**deb http://ppa.launchpad.net/corenominal/ubuntu jaunty main**" রিপোটি যোগ করুন ।এইবার আপডেট করে "**ttf-aenigma**" প্যাকেজটি ইনস্টল করুন ।দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ফন্ট পেয়েছেন ।

৫৮ ।ফাইল বা ফোল্ডার এর উল্টা পাল্টা নাম দেয়া থেকে বিরত থাকুনঃ উবুন্তুতে ফাইল বা ফোল্ডার এর অনেক আজিব নাম দেয়া যায় "\/**:*?@<>**|" এই গুলো ব্যবহার করে ।কিন্তু উইন্ডোজ এই গুলা চিনতে পারবে না এবং আপনাকে রিনেম ও করতে দিবে না ।তাই আপনার এর এক্সটেনশন গুলা না ব্যবহার করাই উচিত হবে ।

৫৯ ।ব্যাশকে বেঁধে না ফেলে কোন **GUI** প্রোগ্রাম চালানঃ ব্যাশকে বেঁধে না ফেলে কোন প্রোগ্রাম চালাতে হলে প্রোগ্রাম এর নামের শেষে একটি "**&**" যোগ করুন ।উদাহরনস্বরূপ "**gedit &**" এতে আপনি "**gedit**" চালিয়ে রেখেই অন্যান্য কমান্ড দিতে পারবেন ।

৬০ ।ইম্যাক এ গেম খেলুনঃ আপনি যদি ইম্যাক এ গেম খেলতে চান তা হলে এম্যাক চালু করে "**Esc+x**" চাপুন । এবার নিচের লিস্ট থেকে যে কোন একটি লিখুনঃ

“**tetris, pong, snake, solitaire, gomoku, doctor**”

৬১ ।ভিডিও প্লেব্যাক ঠিক করুনঃ যদি কখনও কোন ভিডিও প্লেব্যাক ঝামেলা করে তাহলে কমান্ড লাইন থেকে “**gstreamer-properties**” লিখুন। যে উইন্ডোটি আসবে সেখান থেকে “**Video**” ট্যাবটি সিলেক্ট করুন এবং “**Plugin**” ড্রপডাউন লিস্ট থেকে “**X Window System (No Xv)**” সিলেক্ট করুন।

৬২ ।কোন টেক্সট ফাইল কে কমান্ড লাইন এ পিডিএফ এ পরিনত করুনঃ এই কমান্ড ইস্যু করলে ফাইলটি পিডিএফ ফরম্যাট এ আপনার হোম এ সেভ হবেঃ “**lp -d PDF textfile.txt**” ।

৬৩ ।ডেস্কটপ দেখুনঃ ডেস্কটপ দেখার জন্য কাজ চলাকালে “**Ctrl + Alt + d**” চাপুন ।এইভাবে আপনি সহজেই ডেস্কটপ দেখতে পারবেন ।আবার এই কাজ করলে যে উইন্ডোতে কাজ করছিলেন সেইটাই দেখতে পারবেন।

৬৪ ।নোমএর ভার্সন দেখুনঃ আপনি আপনার উবুন্তুতে নোমের কত ভার্সন আছে তা দেখতে পারেন এই ভাবে “ **Help** → **About GNOME**” এখানে নোম এর ভার্সন লেখা আছে।

৬৫ ।উবুন্তুতে টেম্প ক্লিয়ার করুনঃ টেম্প ফাইল ক্লিয়ার করতে চাইলে উবুন্তুতে “**Ctrl + Alt + F2**” টাইপ করে ভার্চুয়াল ডেস্কটপে যান ।এবার লিখুন “**sudo telinit 1**” এইবার “**root - Drop to root shell prompt**” সিলেক্ট করুন এবং “**rm -rf /tmp/{*,.*}**” এবং “**reboot**” লাইন দুটি লিখুন। এইবার রিস্টার্ট করুন। দেখুন বেশ ফাস্ট হবার কথা আপনার কম্পিউটার।

৬৬ ।কমান্ড লাইনকে সুন্দর করুনঃ কমান্ড লাইন এ রঙ যোগ করে আপনি কমান্ড লাইনকে সুন্দর করে তুলতে পারেন। এর জন্য টাইপ করুন "**gedit ~/.bashrc**" এইবার এই লাইনটি ডকুমেন্ট এর শেষে যোগ করুন "**PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]: \ [\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '**"

এবার দেখুন। বেশ সুন্দর তাই না**?**

৬৭ ।প্যাকেজ ডাটাবেস আনলক করুনঃ প্যাকেজ ডাটাবেস সংক্রান্ত এই এরর কি কখনও দেখেছেনঃ "**dpkg: status database area is locked by another process**" অথবা "**Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resource temporarily unavailable)**
Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?"
এর অর্থ হল কোন প্রোগ্রাম প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছে ।তাই আপনার প্রথমে ঐ প্রোগ্রামটিকে বন্দ করতে হবে। এরপর আপনি আপনার প্রয়োজনীয় কাজটি করতে পারবেন।

৬৮ ।কমান্ড লাইন এর মাধ্যমে দেখুন আপনার ড্রাইভে কতখানি জায়গা ফাঁকা আছেঃ কমান্ড লাইন এর মাধ্যমে কোন ড্রাইভ এর ফাঁকা জায়গা দেখতে হলে টাইপ করুন "**df -h**" এখানে "**-h**" দ্বারা মনুষ্য উপযুক্ত সংখ্যা বুঝানো হয়।

৬৯ ।ওপেনফিস বেস ইনস্টল করুনঃ ওপেনঅফিস বেস উবুন্তু সিডিতে দেয়া থাকে না জায়গার স্বল্পতার জন্য ।কিন্তু আপনি এইটা নিজে নিজে ইনস্টল করে নিতে পারেন এইভাবে "**sudo apt-get install openoffice.org-base**" দেখুন কত সুন্দর একটি সফটওয়্যার।

৭০ ।কমান্ড লাইন থেকে ইমেজ ফরম্যাট পরির্তনঃ কমান্ড লাইন থেকে ইমেজ ফরম্যাট পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে "**imagemagick**" ইনস্টল করুন ।এরপর এইরকম কমান্ড দিন "**convert filename.jpg filename.bmp**"

এতে " **filename.jpg**" ফাইলটি " **filename.bmp**"তে পরিনত হবে। আপনি কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন এইভাবে "**convert -quality 80 filename.bmp filename.jpg**" ।বেশ সহজ তাই না**?**

৭১ ।ইভোলুশন এর নিউ মেইল উইন্ডোকে লম্বা করুনঃ নিউ মেইল উইন্ডোকে লম্বা করতে চাইলে প্রোগ্রামটি চালু থাকা অবস্থায় "**gconf-editor**" দিয়ে "**/apps/evolution/mail/compose**" ফাইলটি খুলুন এবং "**height**" কে চেঞ্জ করে ৭০০ করুন ।এইবার একটি নতুন মেইল লিখুন দেখুন কি ঘটে।

৭২ ।সিডি ডিভিডি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করুনঃ সিডি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে চাইলে "**gconf-editor**" দিয়ে "**/apps/nautilus-cd-burner**" এ যান। এইবার "**burnproof**" বক্সে একটি টিক দিয়ে বেরিয়ে আসুন।

৭৩ ।শেল থেকে ব্যাশ এ আসুনঃ কখনো কখনো আপনি শেল থেকে ব্যাশ এ আসতে চাইতে পারেন ।কারণ শেল এ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার নেই ।এই জন্য শেল এ থাকা অবস্থায় টাইপ করুন "**/bin/bash**" ।আপনার শেল এর নাম জানতে হলে টাইপ করুন "**ps -p $$**" এবং "**CMD**" শীরোনাম এর দিকে তাকান।

৭৪ ।লেস কমান্ড এ ফাইল দেখার সময় এডিট করুনঃ যদি আপনি "**less**" এর মাধ্যমে কোন ফাইল দেখতে থাকেন তাহলে দেখার সময় "**v**" চাপলে সেই ফাইল "**nano**" টেক্সট এডিটর এ ওপেন হবে।

৭৫ ।ফায়ারফক্স এর **Add on** ডিলে কমানঃ ফায়ারফক্স এ **Add on** ইনস্টল হতে ৩ সেকেন্ড দেরী করে ।কিন্তু আপনি যদি এই ৩ সেকেন্ডকে কমাতে চান তাহলে ঠিকানা লেখার বাক্সে "**about:config**" লিখুন ।এইবার শপথ গ্রহন করুন। এখন "**Filter**" এর অধীনে "**security.dialog_enable_delay**" লিখুন এবং "**Value**" হেডিং এ ডাবল ক্লিক

করে এইটাকে "**0**" করে দিন ।এইবার বেরিয়ে আসুন ।হয়ে গেল ।

৭৬ ।প্যাকেজ ক্যাশ ক্লিন করুনঃ উবুন্তুর প্যাকেজ ক্যাশ ক্লিন করতে চাইলে লিখুন "**sudo apt-get clean**" ।এতে আপনার ড্রাইভ এর কিছু জায়গা খালি হবে ।

৭৭ ।পিডিএফ কে ইমেজ এ রূপান্তরঃ পিডিএফ ফাইলকে ছবিতে রূপান্তর করার জন্য "**imagemagick**" থাকতে হবে ।এবার এরকম কমান্ড দিয়ে কাজ করতে হবে "**convert filename.pdf filename.png**" এতে " **filename.pdf**" " **filename.png**" তে রূপান্তরিত হবে ।আপনি ছবির আউটপুট ফরম্যাট চেঞ্জ করতে পারেন ।

৭৮ ।ডেস্কটপে কিছু আইকন রাখুনঃ ডেস্কটপে যদি আপনি উইন্ডোজ এর মত আইকন রাখতে চান তা হলে "**gconf-editor**" দিয়ে "**/apps/nautilus/desktop**" এ যান ।এবার ডানদিকে "**trash_icon_visible,home_icon_visible(**আপনার ইচ্ছামত**)**" ক্লিক করুন ।দেখুন ঐগুলো ডেস্কটপে এসে গেছে ।

৭৯ ।ফাইলকে সর্বোচ্চ সংকুচিত করুনঃ ফাইল রোলার দিয়ে ফাইলকে সর্বোচ্চ সংকুচিত করতে হলে " **gconf-editor**" দিয়ে "**/apps/**fi**le-roller/general**" এ যান ।এইবার "**compression_level**" কে "**maximum**" করে দিন । এখন থেকে ফাইলগুলো সর্বোচ্চ সংকুচিত হবে ।

৮০ ।আপনি কে**?** উবুন্তুতে আপনি যদি একাধিক একাউন্ট ইউজ করেন তাহলে কোন একাউন্ট থেকে লগ ইন করেছেন তা ভুলে যেতে পারেন ।এই ক্ষেত্রে কমান্ড লাইন এ লিখুন " **whoami**" ।এখন আপনি খুঁজে পাবেন আপনি কে ।

৮১ ।পিডিএফ এর বিস্তারিত তথ্য দেখুনঃ পিডিএফ এর বিস্তারিত তথ্য দেখার জন্য “**pd**f**info** f**ilename.pdf**” লিখুন ব্যাশ এ যেখানে “**filename.pdf**” ফাইলটির নাম । “**pdffonts**” এর মাধ্যমে ফাইলটির ফন্ট এর নাম দেখা যাবে ।

৮২ ।ওপেনঅফিস এর স্পল্যাশ স্ক্রীন বন্ধ করুনঃ ওপেনঅফিস এর স্পল্যাশ স্ক্রীন বন্ধ করতে হলে “**gksu gedit /etc/openoffice/sofficerc**” লিখুন কমান্ড লাইন এ ।এইবার “**Logo=1**” কে “**Logo=0**” বানান । এইবার সেভ করে বন্ধ করুন ।চেঞ্জ আপনিই দেখতে পাবেন ।

৮৩ ।দেখুন কোন ভার্চুয়াল কনসোল এ আপনি কাজ করছেনঃ আপনি কোন ভার্চুয়াল কনসোল এ কাজ করছেন তা জানতে হলে “**tty**” টাইপ করুন ।এইবার এরকম কিছু আসবে “**/dev/tty2**” এখানে শেষ ২ নাম্বার টা আপনার ভার্চুয়াল কনসোল এর নাম্বার ।

৮৪ ।স্ক্রীন শট এ ড্রপ শ্যাডো যোগ করুনঃ স্ক্রীন শট এ ড্রপ শ্যাডো যোগ করতে হলে “**gconf-editor**” দিয়ে “**/apps/gnome-screenshot**” এ যেতে হবে । এরপর “**border_effect**” কী কে “**shadow**” তে পরিণত করতে হবে ।শ্যাডো এর পরিবর্তে কালো আউটলাইন দিতে চাইলে “**border**” এ পরিবর্তন করতে হবে ।

৮৫ ।যে কোন সিডি বা ডিভিডি এর আইএসও তৈরী করুনঃ উবুন্তুতে যে কোন সিডি বা ডিভিডি এর ব্যাকআপ করা যায় ।এর জন্য সিডি বা ডিভিডি এর উপর রাইট ক্লিক করে “**Copy Disc**” এ ক্লিক করতে হবে ।এইবার “**File image**” নির্বাচন করতে হবে ।এইবার “**Write**” এ ক্লিক করলেই হয়ে গেল ।

৮৬ ।কমান্ড লাইন এর কিছু মজার ব্যবহারঃ কমান্ড লাইন এর মাধ্যমে স্লিপ,শাটডাউন,হাইবারনেট এবং রিস্টার্ট করার কমান্ড নিচে দেয়া হলঃ

হাইবারনেটঃ "**sudo /etc/acpi/hibernate.sh**"
স্লিপঃ "**sudo /etc/acpi/sleepbtn.sh**"
শাটডাউনঃ "**sudo telinit 0**"
রিস্টার্টঃ "**sudo telinit 6**"

৮৭ ।কমান্ড লাইন থেকে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করুনঃ কমান্ড লাইন থেকে আপনার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হলে টাইপ করুন "**passwd**" এইবার একবার আপনার পুরাতন পাসওয়ার্ড এবং দুইবার আপনার নতুন পাসওয়ার্ড লিখুন।

৮৮ ।ওয়েব থেকে সহজে ছবি সেভ করুনঃ আপনি ওয়েব থেকে কোন ফাইল ডেস্কটপে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করলেই ছবিটি সেভ হয়ে যাবে ।তবে এইভাবে আপনি কোন লিঙ্ককে সেভ করতে পারবেন না।

৮৯ ।উবি আনইনস্টল করুনঃ উবি দিয়ে উবুন্তু ইনস্টল করলে আপনি খুব সহজেই তা রিমুভ করতে পারবেন ।উইন্ডোজ এর প্রোগ্রাম হিসাবে উবি ইনস্টল হয় ।তাই সাধারণ প্রোগ্রাম এর মত এইটা রিমুভ ও করা যায়।

৯০ ।কমান্ড প্রম্পট এ ক্যালেন্ডার দেখুনঃ কমান্ড লাইন এ ক্যালেন্ডার দেখতে হলে টাইপ করুন "**cal**" ।এটাকে একটু ভিন্ন চেহারা দিতে টাইপ করুন "**ncal**"।

৯১ ।উবুন্তুতে ফাইল সিস্টেম চেক করুনঃ উবুন্তুতে ম্যানুয়ালি ফাইল সিস্টেম চেক করতে চাইলে টাউপ করুন "**sudo**

fsck.ext3 -fck /dev/sda5” যেখানে আপনার ফাইল সিস্টেম হল “**ext3**” এবং আপনি উইন্ডোজ এর সাথে ডুয়াল বুট করছেন।যদি আপনি সিঙ্গেল বুট করেন উবুন্তু আপনার কম্পিউটার এ তাহলে “**sda5**” এর জায়গায় “**sda1**” টাইপ করুন।

৯২।ভার্চুয়াল কনসোল এ মাউস ইউজ করুনঃ বার্চুয়াল কনসোল এ মাউস ব্যবহার করতে হলে “ **gpm**” ইনস্টল করুন।এইবার কমান্ড লাইন এ টাইপ করুন “**sudo /etc/init.d/gpm start**” এরবার প্রোগ্রামটি বুট থেকে অটোরান করবে।এইবার দেখু ভার্চুয়াল কনসোল এ মাউস পয়েন্টার পাবেন।

৯৩।একটি গরুর সাথে কথা বলুনঃ আমি কখনোই বলি নাই যে আমার সব টিপস এ কাজের হবে।একটুমজা করার জন্য “**cowsay**” প্যাকেজটি ইনস্টল করুন।এইবার কমান্ড লাইন এ লিখুন “**cowsay "I am human"**” ।দেখুন কেমন মজা হয়।

৯৪।ফাইল বা ফোল্ডার এ নোট রাখুনঃ আপনি যদি ফাইল বা ফোল্ডার এ নোট রাখতে চান তা হলে ঐ ফাইল/ফোল্ডার এ রাইট ক্লিক করে “**Properties**” নির্বাচন করুন।এবার “**Notes**” ট্যাব এ ক্লিক করুন। কিছু টাইপ করে বেরিয়া আসুন।এইবার দেখুন ফোল্ডার এর পাশে একটি নোট এম্বলেম এসেছে।

৯৫।নটিলাস এ হিস্টোরি দেখুনঃ নটিলাস এ ফাইল ব্রাউজিং হিস্টোরি দেখতে হলে “**Places**” ড্রপডাউন মেনু থেকে নির্বাচন করুন “**History**” ।এবার সর্বশেষ ব্রাউজকৃত ফাইলগুলো লিস্ট এর উপরে দেখা যাবে।

৯৬।ফাইল বা ফোল্ডার এর সাইজ দেখুনঃ ফাইল বা ফোল্ডার এর নামের নিচে সাইয দেখতে হলে নটিলাস এ যান। এইবার “**Edit → Preferences**” থেকে “**Display**” ট্যাব এ যান।এইবার “**Icon Captions**” থেকে “**Size,**

Date Modified,Type” সিলেক্ট করেন ।(অন্য কিছুও করতে পারেন ।আপনার ইচ্ছা) ।পরিবর্তন সাথে সাথেই দেখতে পারবেন ।

৯৭ ।মাল্টিমিডিয়া ফাইল এর বিস্তারিত দেখুনঃ কোন মাল্টিমিডিয়া ফাইল এ রাইট ক্লিক করে “**Properties**” এ ক্লিক করুন ।এইবার “**Audio/Video**” ট্যাব এ ক্লিক করুন ।আপনার কোডেক ইনস্টল করা থাকলে আপনি এখন বিস্তারিত তথ্য দেখতে পারবেন ।

৯৮ ।মেইল এ আসল স্মাইলি দিনঃ ইভোল্যুশন এ আসল স্মাইলি যোগ করতে চাইলে “**Edit → Preferences**” এ যান ।এইবার “**Composer Preferences**” সিলেক্ট করুন । এখন “**Automatically insert emoticon images**” এবং “**Format messages in HTML**” এ টিক দিন ।এখন থেকে আপনি আপনার প্রিয়জনকে স্মাইলি পাঠাতে পারবেন ।

৯৯ ।নটিলাস এ “**Open in terminal**” যোগ করুনঃ নটিলাস এ “**Open in terminal**” কমান্ড যোগ করতে চাইলে “**nautilus-open-terminal**” প্যাকেজটি ইনস্টল করুন ।লগ আউট করে আবার লগ ইন করুন ।এখন থেকে আপনি কোন ফাইল বা ফোল্ডার এ রাইট ক্লিক করে “**Open in terminal**” নির্বাচন করতে পারবেন ।

১০০ ।উবুন্তু ইনস্টল এ কোন গড়বড় হলেঃ কখনো কখনো উবুন্তুতে পার্টিশনে ঝামেলা হলে উইন্ডোজ আর রান করে না । এমন হলে প্রথমে উইন্ডোজ এর সিডি থেকে বুট করে রিকভারী কনসোল এ যান ।এইবার পাসওয়ার্ড দিয়ে সিস্টেম ড্রাইভ এ ঢুকুন । এখন “ **chkdsk C: /r**” লিখুন যদি “**C**” আপনার সিস্টেম ড্রাইভ হয় ।কাজ হয়ে গেলে “**exit**” লিখে বেরিয়ে আসুন । দেখুন এবার উইন্ডোজ বুট হয় কি না ।